المملكة العربية السعودية
الرئاسة العامة
لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الإدارة العامة للتوعية والتوجيه
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
GENERAL PRESIDENCY OF THE PROMOTION OF VIRTUE AND THE PREVENTION OF VICES
উহুদ শহীদগণের কবরস্থান
যিয়ারতের হুকুম
بنغالي
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - الإدارة العامة للتوعية والتوجيه -
هاتف ١٤٩٠٨٤٨٦، فاكس ١٤٩٠٨٥٦٦،
ص.ب ١٤٠٣٣ الرياض ١١٤٢٤ المملكة العربية السعودية
www.pv.gov.sa

الزيارة الشرعية لمقبرة شهداء أحد

উহুদ শহীদগণের কবরস্থান যিয়ারতের হুকুম

প্রথমত: স্থান পরিচিতি:

উহুদ: মদীনার একটি প্রসিদ্ধ পাহাড়। বর্তমানেও এ নামে প্রসিদ্ধ।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উহুদ পাহাড় সম্পর্কে বলেন: "উহুদ আমাদেরকে ভালবাসে আমরাও তাকে ভালবাসি।" (বুখারী: ১৪১১, মুসলিম: ১৩৬৫)

এই উহুদে সেই ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল, যাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চাচা হামযা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)সহ মুসলমানদের সত্তর জন নিহত হন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দাঁত ভাঙ্গে ও তাঁর সম্মানিত চেহারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এ ঘটনা ঘটে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হিজরতের তৃতীয় বছর, দু'বছর নয় মাস সাত দিন পর। (দেখুন: মু'জামুল বুলদান: ১/১০৯ ইত্যাদি গ্রন্থ।)

দ্বিতীয়ত: যিয়ারতের হুকুম এবং যিয়ারতকারী যা বলবে:

উহুদ শহীদগণের কবরস্থান তাদের প্রতি সালাম ও তাদের জন্য দু'আ করার উদ্দেশ্যে যিয়ারত করা পুরুষদের ক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের কবর যিয়ারত করেন।

তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে আমরা বের হলাম, তিনি তখন উহুদ শহীদগণের কবরস্থান অভিমূখী হন। যখন আমরা হাররা ওয়াকিম দেখতে পেলাম এবং তার নিকট হলাম দেখা

গেল সেখানে বেশ কিছু কবর। তিনি বলেন: আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)!

এগুলি কি আমাদের ভাইগণের কবর? তিনি বলেন: "আমাদের সঙ্গীদের কবর।" অত:পর যখন (উহুদ) শহীদগণের কবরের নিকট আসলাম, তিনি বললেন: "এ কবরগুলি আমাদের ভাইদের।" (মুসনাদে ইমাম আহমাদ: ১/১৬১, আবূ দাউদ: ২০৪৩)

এ কবরস্থানের জন্য কোন নির্ধারিত দু'আ নেই। অবশ্য সেই দু'আই করবে যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। যখন তারা কবরস্থান যিয়ারত করতেন, বলতেন:

«اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ، يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.»

অর্থ:"হে মু'মিন কবরবাসীগণ আপনাদের প্রতি সালাম, নিশ্চয়ই আমরাও ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে মিলিত হব। আপনারা যারা অগ্রগামী হয়েছেন ও যারা পরবর্তীতে আসবে, আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন! আমরা আমাদের ও আপনাদের জন্য নিরাপত্তা চাই।" (মুসলিম: ৯৭৪)

পক্ষান্তরে মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করা জায়েয নেই, কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

«لَعَنَ اللهُ زَوَّارَتِ الْقُبُورِ.»

অর্থ: "আল্লাহ বেশি বেশি কবর যিয়ারত কারীনিদের প্রতি লা'নত করেন।" (তিরমিযী: ৩/৩৭২)

তৃতীয়ত: উহুদের পাদদেশে যে সব শহীদগণকে দাফন করা হয়:

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উহুদ যুদ্ধে নিহতদের মধ্যে প্রত্যেক দু'জনকে এক কাপড়ে জমা করেন ও বলেন: "তাদের মধ্যে কুরআন কার বেশি মুখস্ত আছে? যখন তাদের উভয়ের মধ্যে কারো প্রতি ইঙ্গিত করা হত, তিনি তাকে কবরে আগে রাখতেন এবং বলতেন আমি তাদের উপর সাক্ষী রইলাম।" আর তিনি জানাযা ও গোসল না দিয়েই তাদেরকে তাদের রক্তমাখা অবস্থায় দাফন করার হুকুম দেন।

উহুদে দাফনকৃত শহীদগণের উল্লেখযোগ্য:

হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, মুসয়াব ইবনে উমাইর, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম, আমর ইবনে জামূহ, সা'দ ইবনে রাবী', খারেজা ইবনে যায়েদ, নোমান ইবনে মালেক, প্রভৃতিগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)। (ওয়াকেদী রচিত আল-মাগাযী: ১/৩১০)

ইবনে নাজ্জার বলেন: "বর্তমানে শহীদগণের কবর গুলির মধ্যে হামযা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কবর ব্যতীত কারো কবর চেনা যায় না...। সেখানে অবশিষ্ট কবর গুলির জন্য কিছু পাথর স্থাপন করা আছে, যাতে বলা হয় যে, সেগুলি তাদের কবর...।"(দেখুন: আদ্দুর রাতুস সামীনা: পৃ: ৯৮-৯৯)

ইমাম ত্বাবারী বলেন: "উহুদ পাহাড়ের কিবলামূখী শহীদগণের কবর রয়েছে যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে নিহত হন। তাদের মধ্যে হামযা ও তার ভাগ্নে আব্দুল্লাহ বিন জাহশের কবর ব্যতীত কারো কবর জ্ঞাত নয়। হামযা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাত বরণের স্থানের উত্তরে বেশ কিছু পাথর রয়েছে, সে সম্পর্কে বলা হয়, তা হলো শহীদগণের কবরসমূহ। অনুরূপ তাঁর শাহাদাতের স্থানের পশ্চিম পার্শ্বেও বেশ কিছু পাথর রয়েছে, সেগুলির ব্যাপারেও বলা হয়ে থাকে যে সেগুলিও শহীদগণের কবর; কিন্তু তা সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়নি। কোন কোন "আল-মাগাযী" গ্রন্থে রয়েছে, এ কবরগুলি ঐ সমস্ত লোকের যারা নিহত হয়েছে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফতকালে রামাদার বছর। (দেখুন: আত-তা'রীফ: ১২৫-১২৬)

চতুর্থ: এখানে সংঘটিত কতিপয় সুন্নাত পরিপন্থী বিষয় যাতে পতিত হওয়া থেকে সতর্ক হওয়া জরুরী:

যিয়ারতকারীর জন্য যিয়ারতের ক্ষেত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতী পদ্ধতি নিশ্চিত হওয়া এবং সুন্নাত পরিপন্থী বিষয়ে পতিত হওয়া থেকে সতর্ক হওয়া জরুরী যা তাকে গুনায় পতিত করে ছাড়বে বা তার সওয়াব কমিয়ে দেবে। নিম্নে এমন কতিপয় সুন্নাত পরিপন্থী বিষয় উল্লেখ করা হলো যাতে কোন কোন যিয়ারতকারী পতিত হয়ে থাকে, যেন যিয়ারত কারীগণ তাতে পতিত হওয়া থেকে বাঁচতে পারে:

১। উহুদের শহীদগণের কবর যিয়ারতের জন্য বৃহস্পতিবারকে নির্ধারণ করে নেয়া।

২। উহুদের শহীদগণকে আহ্বান করা, বিশেষ করে হামযা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে। অনুরূপ তাঁদের নিকট ফরিয়াদ, সাহায্য কামনা করা ও তাদের জন্য নজর মানা।

৩। হামযা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বা অন্যান্য উহুদের শহীদগণের কবর যিয়ারতের জন্য কিছু কিছু দু'আ নির্ধারণ করে নেয়া।

৪। যিয়ারতকারীর মাথা নিচু করে উভয় হাত বুকে বা নাভীর নিচে বেঁধে নামাযে দাঁড়ানোর মত দন্ডায়মান হয়ে অবস্থান করা।

৫। কবরস্থান বা পার্শ্ববর্তী চত্তরে শস্য দানা, খাদ্যদ্রব্য বা টাকা-পয়সা নিক্ষেপ করা।

৬। নারী-পুরুষের অবাধ সংমিশ্রণ যার ফলে সাধারণত: ফিতনা সংঘটিতও হয়ে থাকে।

৭। নারীদের কবর যিয়ারত করা।

৮। কবরস্থানের জানালার গ্রীলে নেকড়া-সুতা বাঁধা।

৯। শহীদগণের কবরে বিলাপ ও কান্না-কাটি করা।

১০। যিয়ারতকারীর পক্ষ থেকে "রুমাহ" পাহাড়ে আরোহণ করে বরকত গ্রহণ, এমন বিশ্বাস করে যে এখানে কতিপয় সাহাবীর পদচারণা হয়েছে।

১১। "রুমাহ" পাহাড়ের পাথর দ্বারা বরকত গ্রহণ ও তার দিকে নামায আদায় ও তার উপর সিজদাহ করা।

১২। উহুদ পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হওয়া, সেখানে গিয়ে নেকড়া-সুতা বাঁধা এবং

আল্লাহ যে সব দু'আর অনুমতি দেননি এমন এমন দু'আয় সচেষ্ট হওয়া।

১৩। কোন কোন স্থান যিয়ারত করা এমন বিশ্বাস করে যে, সেখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চিহ্ন রয়েছে। যেমন: কোন পাথরে।

ভাষান্তরে: মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্ফান